তারিখ . . 18 MAY 2016 . . .
পৃষ্ঠা . . . কলাম . . .

সমকাল

শাস্তি নয়, প্রতিবাদ

'স্যার ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেননি'

■ সমকাল ডেস্ক

দশম শ্রেণীর যে ছাত্রের কথা বলে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল নারায়ণগঞ্জের শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে, সে রিফাতই এখন বলছে, স্যার ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করেননি। গতকাল মঙ্গলবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে রিফাত বলেছে, স্যার তাকে মারধর করায় সে বিচার চাইতে কমিটির কাছে গিয়েছিল। মারধরের সময় ধর্ম নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি তিনি। একই কথা বলেছেন রিফাতের মাও। শিক্ষক শ্যামল কান্তি ধর্ম নিয়ে কোনো অবমাননা করেছেন বলে তিনিও শোনেননি বলে জানান। ১৩ মে বিকেলে ধর্ম অবমাননার

রিফাত

■ পৃ. ৪ : ক. ৪

স্যার ধর্ম

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

অভিযোগ রটিয়ে নারায়ণগঞ্জের কলাগাছিয়া ইউনিয়নের কল্যাণদি এলাকায় পিয়ার সাত্তার লতিফ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে সবার সামনে কান ধরে ওঠবস করিয়ে ক্ষমা চাওয়ান স্থানীয় সাংসদ ও জাতীয় পার্টি নেতা সেলিম ওসমান।

সেলিম ওসমান সংবাদমাধ্যমকে বলেন, শ্যামল কান্তি ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করায় এলাকাবাসীর রোষ থেকে তাকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন তিনি। ভিডিওতে অবশ্য দেখা যায়, সাংসদ সেলিম ওসমান নিজেই শিক্ষককে কান ধরে ওঠবস করিয়ে শাস্তি দিচ্ছিলেন।

এলাকাবাসী জানায়, বাইতুল আতিক জামে মসজিদের মাইকে কারা যেন ঘোষণা দেয় প্রধান শিক্ষক ধর্ম নিয়ে কথা বলেছেন। মসজিদের মাইক ব্যবহার করে কারা এ ঘোষণা দিল, তা জানেন না মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনও। শ্যামল কান্তি ধর্ম নিয়ে কখনও কোনো উগ্র কথা বলেননি বলে জানান স্কুলের ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক।